The Faculty Journal of Arts, University of Rajshahi
Volume 38, December 2024, ISSN 1813-0402

ইসলামে সম্পদ ও এর সুরক্ষানীতি: একটি পর্যালোচনা

[Wealth and It's Maintenance Policies in Islam: An Overview]

Md. Opiar Rahman
M.Phil Fellow, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
University of Rajshahi
Volume-38, December-2024
ISSN: 1813-0402 (Print)
DOI: 10.64487

Received : 18 July 2024
Received in revised: 02 March 2025
Accepted: 07 January 2025
Published: 10 August 2025

Keywords:
সম্পদ, মালিকানা, সুরক্ষানীতি, সুরক্ষাপদ্ধতি, ইসলামী নির্দেশনা।

ABSTRACT

Islam is a complete system of life. Islam has formulated very rich policies about wealth in economic area. Earning, usages and maintenance of wealth are very important issue of Islamic Economics. Islamic economy has ensured the morality, benevolence usages and protection of wealth. It has also been arranged in a very blanced manner and inspiare savings of wealth. Islam has prohibited spending of wealth in way that harms human welfare and wealth cannot be used to the detriment of individual, family, society and any other. Islam forbids wastage strictly. The Holy Quran Says: eat and drink, but be not excessive. Indeed, He likes not those who commit excess (Surah Al-A'raf, 7:31). Islam commands to be frugal and moderate in savings. Also it has mentioned some policies and strategies for saving wealth. Such as selection of a vicegerent, to write down the financial matter, to keep witness, to take mortgage, to leave extravagance etc. This article tries to focus on the definition of wealth and it's maintenance policies in the way of Islamic Shari'ah.

১. ভূমিকা

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পৃথিবীর সকল প্রয়োজনীয় বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছে। মানুষের জীবনের মৌলিক বিষয়গুলোর মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অর্থ-সম্পদ। এই অর্থ-সম্পদ মানুষ কীভাবে ব্যবহার করবে? ও কীভাবে এই সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে? উক্ত বিষয়ে ইসলাম পরিপূর্ণ ধারণা প্রদান করেছে। অথচ ভোগবাদ ও পুঁজিবাদ এখন মুসলিম সমাজের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত হয়েছে। যা ইসলাম প্রদত্ত সম্পদ ব্যবহার ও সুরক্ষা নীতির জন্য একটি সমস্যা। ইসলামে সম্পদের ব্যবহার ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা এবং ভারসাম্যপূর্ণ অর্থ ব্যবস্থাকে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "আর তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না। তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী।"[১] ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সুরক্ষানীতিকে অগ্রাধিকার প্রদান করে সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনাকে নিশ্চিত করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে সম্পদের ধারণা ও ইসলামে সম্পদের সুরক্ষানীতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২. গবেষণার সমস্যা

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষকে দেয়া সম্পদ হলো অন্যতম একটি নি'আমত। মানুষের জীবনে সম্পদের যেমন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তেমনি আবার এর প্রতি অত্যধিক মোহ মানুষকে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করে। সম্পদকে ইসলামে কখনো কল্যাণের উৎস, কখনো পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং কখনো ফিতনার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইসলামে সম্পদ শুধু উপার্জন ও গ্রহণেই মূল লক্ষ্য নয়; বরং ইসলামে সম্পদ সুরক্ষায় রয়েছে নানামুখী পদক্ষেপ। সম্পদ সুরক্ষায় ইসলামে স্বেচ্ছাচারী ব্যবহার করাকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে এবং সম্পদ সুরক্ষায় কুরআন ও হাদীসে ব্যাপক নির্দেশনা বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন, "আর কোন অবস্থাতেই তোমরা (সম্পদের) অপব্যয় করোনা, নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।" রাসূল (সা.) এ সম্পর্কে নিদের্শনা প্রদান করেছেন যে, কিয়ামতের দিন যে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিলে কোন আদম সন্তান এক কদমও সামনে যেতে পারবে না, তন্মধ্যে অন্যতম হলো- সে কোথা হতে ও কীভাবে সম্পদ উপার্জন করেছে এবং কীভাবে তা ব্যয় করেছে? এ ভাবে ইসলামে সম্পদ উপার্জন ও সুরক্ষায় কঠোর নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদের আমানতদারীতার দায়িত্ব ও এর ন্যায় সংগত ব্যবহার এবং সম্পদ সুরক্ষার প্রয়োজনীয় মানদণ্ড নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অথচ মানুষ উক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন নয়। যার ফলে ব্যক্তি ইচ্ছাধীন অর্থ-সম্পদ উপার্জন করছে এবং শরী'আহ বহির্ভূত সম্পদের বিনষ্ট করছে। তাই উক্ত গবেষণার বিষয়টি সম্পাদিত ও প্রকাশিত হলে সম্পদ সুরক্ষার ব্যাপারে একটি নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে। যা মানবজীবনে সম্পদ উপার্জনের পাশাপাশি

সম্পদের সুরক্ষায় অনন্য ভূমিকা পালন করবে। যার ফলে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে ইহলৌকিক কল্যাণ ও পরলৌকিক মুক্তির পাথেয় অর্জন করা সম্ভব হবে।

৩. ইসলামে সম্পদের ধারণা

আরবিতে ধন ও সম্পদকে مال (মাল) বলা হয়েছে। مال অর্থ ধন-সম্পদ, ব্যবসার দ্রব্য, উৎকৃষ্টের বস্তু। যার বহুবচন الاموال, مالة অধিক সম্পদ।[২] আল কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় অর্থ সম্পদের ক্ষেত্রে **المال** শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন: আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً ।[৩] এছাড়াও সম্পত্তির আরবি প্রতিশব্দ ধরা হয় اَمْلَاكٌ، مُمْتَلَكٌ، مِلْكٌ যার অর্থ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি।[৪] সম্পদের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে- Wealth, Riches, Treasure[৫]। এছাড়াও ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Finance, assets, Property.[৬] সাধারণ অর্থে সম্পদ বলতে অর্থবিত্ত, টাকা-পয়সা, ধন-মাল, ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য, গৌরব ইত্যাদিকে বুঝানো হয়ে থাকে।[৭]

ইসলামের পরিভাষায় 'মাল' বা সম্পদ বলতে ঐ সমস্ত দ্রব্য বা উপায় উপকরণকে বুঝানো হয়েছে যা প্রয়োজনের সময় ব্যবহার বা ভোগ করার নিমিত্তে মানুষ অর্জন করে বা মজুত রাখে বা যার উপর মানুষের চাহিদা ও আকাঙ্খা জড়িত এবং যা মানুষ অন্যকে দেয় বা যা থেকে অন্যকে বঞ্চিত করে।[৮]

এছাড়াও ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় যে জিনিস ব্যবহার করলে উপকৃত হওয়া যায় এবং যে জিনিস ব্যবহারে ইসলামী শরী'আর কোন বাঁধা নিষেধ নাই তাই মাল বা সম্পদ। যেমন বৈধ টাকা-পয়সা, সোনা, রুপা, ফসল ইত্যাদি। কিন্তু যে জিনিস ব্যবহার করা শরী'আতে বিধি-নিষেধ রয়েছে। যেমন: রক্ত, মৃত পশুর গোশত, শুকরের মাংস, আফিম, হিরোইন ইত্যাদি জিনিস ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ নয়।[৯]

সম্পদের (المال) পারিভাষিক পরিচয় নিরূপণে পণ্ডিতগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন:

- ক. ইবনে মানযূর (র.) (৬৩০-৭১১ হি.) বলেন, المال معروف ما ملكته من جميع الأشياء "পরিচিত অর্থে সকল ধরনের জিনিস থেকে যা অধিকার করা হয় তাই সম্পদ।"[১০]
- খ. হাম্বলী বিদ্বানগণ বলেন, المال شرعاً ما يباح نفعه مطلقاً، أي في كل الأحوال، أو يباح اقتناؤه بلا حاجة "শার'ঈভাবে সম্পদ হলো এমন বিষয় যা থেকে সাধারণভাবে উপকার নেয়া বৈধ, সর্বাবস্থায় অথবা প্রয়োজন ছাড়াই নিজের জন্য নেয়া বৈধ।"[১১]
- গ. ইবনুল 'আরাবী (র.) (মৃ. ৫৪৩ হি.) বলেন, هو ما تمتد إليه الأطماع، ويصلح عادة وشرعًا للانتفاع به "যা পাওয়ার আগ্রহ প্রসারিত হয় এবং যা সাধারণ ও শার'ঈভাবে ব্যবহারের যোগ্য হয়।"[১২]
- ঘ. ইসলামী দার্শনিক ইবনে খালদূন (৭৩২-৮০৮ হি.)-এর মতে, "কোন লব্ধ বা অর্জিত সামগ্রী যা ব্যক্তিকে পুনরায় উপকার করে এবং তাঁর কল্যাণে বা প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য আয় প্রদান করে, তাহলে অনুরূপ সামগ্রীকে সম্পদ বলা হয়।"[১৩]

৪. সম্পদের প্রকার

সম্পদের প্রকারের ক্ষেত্রে সম্পদকে বিভিন্নরূপে ভাগ করা হয়েছে। মানুষের পক্ষে অপরিহার্য দ্রব্য সামগ্রীকে ইসলাম দুইটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছে।

প্রথমত: স্বভাবজাত ও নৈসর্গিক যা প্রস্তুত করতে মানুষের কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়নি।

দ্বিতীয়ত: মানুষের শ্রমলব্ধ উপাদান এবং শ্রম ও মূলধনের প্রয়োগ উৎপাদিত পণ্যরাজি।[১৪] ইসলামী শরী'আতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে মুতাকাব্বিম (مُتَقَوِّم)[১৫] বা মূল্যবান ও গায়র মুতাকাব্বিম (غَيْر مُتَقَوِّم) বা মূলহীনের ভিত্তিতে সম্পদ দুই প্রকার যথা:

এক: মূল্যবান সম্পদ হলো শার'ঈভাবে যেগুলো থেকে স্বাধীনভাবে উপকৃত হওয়া বৈধ। এতে ব্যবসা, দান, সাদাকাহ, অসিয়ত, বন্ধক ইত্যাদির মাধ্যমে পূর্ণভাবে হস্তক্ষেপ করা সিদ্ধ।

দুই: মূল্যহীন সম্পদ হলো যেগুলো থেকে স্বাধীনভাবে লাভবান হওয়া মুসলিম হিসেবে বৈধ নয় এবং যা সরাসরি উপকারীও নয়। যেমন: নেশাযুক্ত পানীয়, শুকর ইত্যাদি।

সম্পদের স্বতন্ত্রতা পরিবর্তন হওয়া না হওয়ার দিক থেকে সম্পদ দুই প্রকার। যথা:

এক: পরিবর্তনহীন ও সাদৃশ্যপূর্ণ। ফিকহের পরিভাষায় যাকে আল-মালুল মিসলী (المال المثلي) বলা হয়। যে সম্পদের অনুরূপ সাদৃশ্যপূর্ণ বাজার বিদ্যমান থাকে, এমন সম্পদের এককে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। ওযনযোগ্য পণ্যসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন: গম, ভুট্টা, স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, লোহা ইত্যাদি।

দুই: এমন সম্পদ যার হুবহু একক পাওয়া যায় না, বরং পরিবর্তন ঘটে। যেমন: উট, গরু, ছাগল প্রভৃতি প্রাণী।[১৬]

৫. সম্পদের মালিকানা

সম্পদের মালিকানা হল এমন একটি ক্ষমতা, যার মাধ্যমে মালিক তার সম্পদে পূর্ণ স্বত্ত্বাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। অর্থাৎ ইচ্ছামত সম্পদের ব্যবহার ও এর ফল ভোগ করতে পারে। এমনকি ইচ্ছা করলে উক্ত সম্পদ হস্তান্তর করতেও পারে। তাতে অন্য কেউ বাধা প্রদান করার অধিকার রাখে না।[১৭] আর এসব এই ক্ষমতা কেবল মাত্র আল্লাহ তা'আলারই আছে। ইসলামী অর্থনীতির দর্শন এ জগতের যাবতীয় সম্পদের পূর্ণ ও নিরংকুশ মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। মানুষ তাঁর খলিফা হিসাবে এ সম্পদের আমানতদার ও ব্যবহারকারী মাত্র।[১৮] আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ঘোষণা করেছেন, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক কেবলমাত্র আল্লাহর।"[১৯] তিনি শুধুমাত্র জগৎসমূহ সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হননি; বরং তা যথাযথভাবে লালন পালন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ "নভোমন্ডল, ভূমন্ডল, এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে এবং ভূগর্ভে যা আছে, তা সবকিছু তাঁরই। আকাশ ও জমিনের রাজত্ব কেবল তাঁরই।"[২০] এছাড়াও পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে- هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّافِي الْأَرْضِ جَمِيعاً "তিনি পৃথিবীর সকল কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।"[২১] উক্ত আয়াতের আলোকে বলা যায়, পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি এবং সকল কিছুর প্রকৃত মালিকানা কেবলমাত্র আল্লাহরই। আর এ সকল কিছু কেবল মানুষের কল্যাণেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

৬. সম্পদ সুরক্ষার ধারণা

সম্পদের সুরক্ষা বলতে সম্পদের এমন ব্যবহার যাতে ঐ সম্পদ দীর্ঘসময় ধরে অধিক সংখ্যক মানুষের কল্যাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সম্পদের উত্তম ব্যবহার ও অপচয় রোধ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা পূরণের নিমিত্তে যথাযথ পন্থায় সম্পদ সঞ্চয় করা বা সংরক্ষণ করাকে সম্পদের সুরক্ষা বলে। কেউ কেউ আবার সম্পদের সুরক্ষা বলতে 3R: Reduce, Reuse, Recycle তথা সম্পদের ব্যবহার হ্রাস, সম্পদের পুনঃব্যবহার ও সম্পদের পুনঃনবায়ন এই তিন পদ্ধতিকে বুঝায়। কেননা সম্পদের অবাধ ও অবৈজ্ঞানিক ব্যবহারের ফলে জনজীবনে নানান সংকট দেখা যায় এবং অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। তাই সম্পদের অপ্রয়োজনীয় ব্যয় রোধ করে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা, ও সম্পদ সংরক্ষণের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে সম্পদের সুরক্ষা বলে।[২২]

৭. ইসলামে সম্পদের সুরক্ষানীতি

সম্পদকে ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে ভোগ, বিনিয়োগ ও যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করাকে সম্পদের সুরক্ষা বলা হয়। সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করে ভবিষ্যত প্রজন্মের চাহিদা পূরণের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করে রাখা প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ "আর কোন অবস্থাতেই তোমরা (সম্পদের) অপব্যয় করোনা। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।"[২৩]

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে আমানত হিসেবে সম্পদ দান করেছেন। তাই এই সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পদ রক্ষার ব্যাপারে বলেন, "কিয়ামতের দিন পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত না হওয়া পর্যন্ত কোন আদম সন্তান এক কদম সামনে যেতে পারবে না। তন্মধ্যে অন্যতম হলো সে কোথা হতে, কীভাবে সম্পদ উপার্জন করেছে এবং অর্জিত সম্পদ কোন পথে, কীভাবে ব্যয় করেছে?"[২৪] উক্ত কুরআন ও হাদীসের বাণী বিশ্লেষণ করলে এটি প্রতীয়মান হয় যে, সম্পদকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ না করা এবং সম্পদের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা ইসলামে নৈতিক দায়িত্ব। তাই সম্পদকে আমানত হিসেবে এর সুরক্ষা নিশ্চিত করা প্রতিটি জ্ঞান সম্পন্ন মানুষের আবশ্যকীয় কর্তব্য।

৮. ইসলামে সম্পদ সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে অর্থ-সম্পদ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবহারের যেমন নির্দেশনা দেয়, তেমনি আবার মানুষ যাতে দেউলিয়া বা নিঃস্ব হয়ে না পড়ে সেজন্য বিপদ ও অভাবের সময় সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য খাদ্য সামগ্রী সংরক্ষণ করার নির্দেশনাও প্রদান করে। যেমনি ইউসুফ (আ.) অর্থনৈতিক সংকটের সময় সম্পদের সুরক্ষার বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী,

> قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ– ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ– ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ
>
> "তিনি (ইউসুফ) বললেন, সাত বছর তোমরা একনাগাড়ে চাষ করবে, অতঃপর যখন ফসল কাটবে তখন তোমরা যে সামান্য পরিমাণ খাবে। তা বাদে শীষ সমেত সংরক্ষণ করবে। এরপর আসবে সাতটি কঠিন বছর। এ সময়ের জন্য পূর্বে যা তোমরা সঞ্চয় করে ছিলে তা লোকে খাবে, কেবল সেই অল্পটুকু বা যা তোমরা সঞ্চয় করবে। এরপর আসবে একটা বছর যখন মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে আর মানুষ প্রচুর ভোগবিলাস করবে।"[২৫]

অর্থাৎ একাধারে সাত বছর জমি উর্বর থাকবে ও পানি বর্ষণ হবে। তারপর একাধারে সাত বছর জমি অনুর্বর থাকবে, তাই ইউসুফ (আ.) তাদেরকে ক্ষুধা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য অগ্রিম খাদ্য সামগ্রী সংরক্ষণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

সুতরাং বিপদকালে বা অনটনের সময় প্রয়োজনীয় সম্পদ ব্যবহারের পরে অবশিষ্ট অংশ সংরক্ষণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। মুহাম্মদ (সা.) নিজেও তার পরিবারের জন্য পুরো এক বছরের জন্য খাদ্য সামগ্রী সংরক্ষণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ (সা.) বনী মাযীরের বাগানের খেজুর বিক্রি করে দিতেন এবং স্বীয় পরিবারের জন্য এক বছরের (পরিমাণ) খোরাক সঞ্চয় করে রাখতেন।"[২৬] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) কে তার সম্পদের পুরোটাই দান বা খরচ না করে দিতে ও পরিবার সন্তানদের মৃত্যুর পর দেউলিয়া না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। রাসূল (সা.) বলেন,

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لاَ فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لاَ ثُمَّ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

"হযরত আমির ইবন সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, যা তাঁর পিতা হযরত সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে এসেছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বিদায় হজ্জ চলাকালে আমার কাছে আসেন, যখন আমি গুরুতর অসুস্থ ছিলাম। তখন আমি বললাম, 'আমার অসুস্থ্যতা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে, আমি অনেক ধন-সম্পদও রেখে গেছি এবং আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী এক মেয়ে। আমি কি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ দান করতে পারি? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'না' আমি আরও বললাম, অর্ধেক কি আমি দান করতে পারি? তিনি আবার বললেন, 'না' তারপর তিনি বললেন, তৃতীয়াংশ (যতটুকু) দান করতে পারো, তবে তৃতীয়াংশ অনেক বড়। তোমার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে, যদি তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদের ধনী অবস্থায় রেখে যাও, যাতে তাদের মানুষের কাছে ভিক্ষা না করতে হয়।"[২৭]

উক্ত কুরআন ও হাদীসের বাণী হতে এটি প্রতীয়মান হয় যে, সংকটকালীন সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ সম্পদ সংরক্ষণ করা উচিৎ। তাই কোন মানুষের জন্য উচিৎ হবে না যে, অর্থ-সম্পদের সবটুকুই খরচ করা। বরং ভবিষ্যৎ সংকটের কথা চিন্তা করে ইসলামী শরী'আহ অনুসারে পরিমাণমত সম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৯. ইসলামে সম্পদ সুরক্ষার পদ্ধতিসমূহ

ধন-সম্পদ মানুষের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সম্পদ কম হোক বা বেশি হোক এই সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং সুরক্ষা করাকে ইসলাম নিশ্চিত করে। ইসলামে কৃপণতা যেমনি নিষিদ্ধ, তেমনি আবার সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে সম্পদের অপচয় করাও নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ "তোমরা খাও, পানাহার কর কিন্তু অপচয় করনা।"[২৮] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "তোমরা তোমাদের সম্পদের সংরক্ষণ করো, এই সম্পদকে তোমরা বিনষ্ট কর না।"[২৯] এমনিভাবে মানুষকে দেয়া অর্থ-সম্পদকে যথাযথ পন্থায় খরচ এবং প্রয়োজনীয় সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিভিন্ন পদ্ধতি ইসলামে বিদ্যমান। নিম্নে সম্পদ সুরক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো:

৯.১ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য পালনে সম্পদের সুরক্ষা

ইসলামী বিশ্বাস অনুসারে সম্পদের প্রকৃত মালিক এবং প্রকৃত রক্ষক আল্লাহ। তাই তিনি যাকে ইচ্ছা সম্পদ দান করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা সম্পদ কেড়ে নেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ

"অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভস্থ করলাম, তখন এমন কোন দল ছিল না যে, আল্লাহর শাস্তির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিলনা।"[৩০]

এ ব্যক্তি যে সম্পদ উপার্জন করে তা কেবল আল্লাহর দেয়া সম্পদ। তাই উক্ত সম্পদের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা মানুষের দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ সম্পর্কে বলেন, "যাকে সম্পদের কোন অংশ আল্লাহ তা'আলা দান করেন, তা যেন সে গ্রহণ করে, কেননা এটি হচ্ছে রিযিক। যা আল্লাহ তা'আলা তার জন্য পাঠিয়েছেন।"[৩১] রাসূলুল্লাহ (সা.) অন্য হাদীসে বলেন, "আল্লাহ তোমাদের তিনটি কাজ অপছন্দ করেন: ১. অনর্থক কথাবার্তা বলা, ২. সম্পদ নষ্ট করা এবং ৩. অত্যধিক সাওয়াল করা।"[৩২] এভাবে সম্পদ মূল্যায়ন করাকে ইসলামে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আর যারা সম্পদের অবমূল্যায়ন করে তাদের প্রতি ইসলামের সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে। সম্পদ অপচয়কারীদের শয়তানের ভাই হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাই আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আনুগত্য পালনে সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা প্রতিটি মুমিনের আবশ্যকীয় কর্তব্য।

৯.২ প্রতিনিধি বা দায়িত্বশীল হিসেবে সম্পদের সুরক্ষা

মহান আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে মানুষকে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন, إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً। "নিশ্চয়ই আমি যমিনে প্রতিনিধি প্রেরণ করেছি।"[৩৩] সুতরাং পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা হিসেবে প্রতিটি, মানুষের দায়িত্ব হলো আল্লাহর দাসত্ব করা। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে সম্পদ দান করেছেন তা হলো আমানত আর এই আমানতের যথাযথ সুরক্ষা নিশ্চিত করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

"যখন সে প্রস্থান করে তখন সে জমিনে অশান্তি সৃষ্টি এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ অশান্তিকে পছন্দ করেনা।"[৩৪]

উক্ত আয়াতে সম্পদ নিজের হোক বা অন্যের হোক তা বিনষ্ট করা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা এটাকে ফাসাদ বা অশান্তির সাথে তুলনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পদ সুরক্ষার ব্যাপারে বলেন, "তোমরা তোমাদের সম্পদের সংরক্ষণ করো। এ সম্পদ তোমরা কখনো বিনষ্ট করো না।"[৩৫] একজন মানুষের প্রাণ যেমন সম্মানিত ও সংরক্ষিত ঠিক তেমনি তার সম্পদও সংরক্ষিত। প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে যদি কেউ মারা যায়, তাহলে সে শহীদ। তেমনি কেউ নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে যদি নিহত হয়, সেও শহীদ।[৩৬]

সম্পদকে আমানত হিসেবে রক্ষা করা প্রত্যেক মু'মিনের দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ "যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।"[৩৭] সম্পদকে দায়িত্বশীল হিসেবে এর সুরক্ষা নিশ্চিত করা। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "শোনো তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকের দায়িত্বাধীন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে।"[৩৮] তাই আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধি ও দায়িত্বশীল হিসেবে সম্পদকে আমানত স্বরূপ গ্রহণ করে এর যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য।

৯.৩ উত্তরাধিকারী প্রদানের মাধ্যমে সম্পদের সুরক্ষা

ইসলামী উত্তরাধিকারী আইন অনুযায়ী কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার পরবর্তী ওয়ারিশগণ সম্পদের উত্তরাধিকার লাভ করবে। প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় পুঁজিবাদের মতো কতিপয় ব্যক্তির হাতে কিংবা সমাজতন্ত্রের মতো রাষ্ট্রের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার যে সম্ভাবনা, তা ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সমর্থন করে না। ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে ছোট, বড়, নারী, পুরুষ, নিকট আত্মীয়, দূর আত্মীয় গোটা সমাজের কল্যাণে অর্থ সম্পদ ব্যয়িত হবে। যাতে ঠিক আইনের দ্বারা সকলে উপকৃত হতে পারে।[৩৯] উত্তরাধিকারীদের সম্পদ বণ্টনের মাধ্যমে সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"মাতা-পিতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, উহা অল্পই হোক অথবা বেশি হোক, তাদের জন্য এক নির্ধারিত অংশ।"[৪০]

উক্ত আয়াত দ্বারা উত্তরাধিকারীদের মাঝে সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পদ সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাকে রোগাক্রান্ত অবস্থায় রাসূল (সা.) দেখতে আসেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! আমি কী আমার সমুদয় মাল ব্যবহারের জন্য অসিয়ত করে যাব? তিনি বললেন, না। আমি আরজ করলাম, তবে অর্ধেক ? তিনি বললেন, না। আমি আরজ করলাম, তবে এক তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, (হ্যাঁ) এক তৃতীয়াংশ, আর এক তৃতীয়াংশও অনেক। ওয়ারিশগণকে দরিদ্র ও পরমুখাপেক্ষী করে রেখে যাওয়ার চেয়ে ধনী অবস্থায় রেখে যাওয়া শ্রেয় বা উত্তম।"[৪১] এভাবে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (সা.) সন্তানদের জন্য সম্পদ রেখে যাওয়া ও তাদেরকে নিঃস্ব না করে যাওয়াকে উৎসাহ দিয়েছেন। তাই সমুদয় সম্পদকে খরচ না করে পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের জন্য সম্পদ রেখে যাওয়ার মাধ্যমে সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

৯.৪ হিসাব সংরক্ষণ বা লেখনির মাধ্যমে সম্পদের সুরক্ষা

মানুষের সম্পদ কীভাবে দীর্ঘস্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকবে এর অন্যতম একটি পন্থা হলো হিসাব সংরক্ষণ বা লিখিত প্রমাণ রাখা। ইসলামী শরী'আতে লেখনি বা হিসাব সংরক্ষণ করার মাধ্যমে সম্পদ রক্ষা করাকে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

"হে বিশ্বাসীগণ! যখন পরস্পর ঋণে-ব্যবসা করবে, তখন তা লিখে রেখ; এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায্যভাবে লিখে দেয়, কোন লেখক যেন লিখতে অস্বীকার না করে, যেহেতু আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, সুতরাং সে যেন লেখে, এবং ঋণ গ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়। এবং তার রব আল্লাহকে ভয় করে এবং কিছু যেন কম না লেখায়। কিন্তু ঋণ গ্রহীতা নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় বা লেখার বিষয় বলে দিতে না পারে, তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়।"[৪২]

এভাবে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ সুরক্ষণের জন্য লিখিত প্রমাণ রাখার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। যার মাধ্যমে কোন লেনদেনের বিষয়টি যাতে সন্দেহজনক না হয় বা কম-বেশি না হয়। এটি সকলের সম্পদ সুরক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও অনেক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর কাজকর্মে লেখা-লেখির উপর গুরুত্ব দিতেন। ইবন ওহাব থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, "আদ্দা ইবনে খালিদ ইবনে হাওয়া (রা.) আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে সেই পত্র পড়ে শুনাবো না, যা রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে লিখেছিলেন? বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। অতএব তিনি আমার সামনে একখানা পত্র বের করলেন, যাতে লেখা ছিল: "আদ্দা ইবনে খালিদ ইবনে হাওয়া আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের নিকট থেকে যা ক্রয় করেছেন এটা তার দলীল। সে তার নিকট থেকে একটি গোলাম বা বাঁদী ক্রয় করেছে, যার কোন রোগ-ব্যাধি নেই, যা চুরিকৃতও নয় এবং হারাম মালও নয়। এ হলো দু'মুসলমানের পারস্পারিক ক্রয়-বিক্রয়।"[৪৩]

সম্পদের ওয়াকফ কিভাবে লেখা হবে এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী (র.) একটি পরিচ্ছেদ নির্ধারণ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উমর (রা.) খায়বারের কিছু জমি লাভ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে বললেন, আমি এমন ভাল একটি জমি পেয়েছি, যা ইতোপূর্বে কখনো পাইনি। আপনি এ সম্পর্কে আমাকে কি নির্দেশ দেন ? তিনি বলেন, তুমি ইচ্ছা করলে আসল জমিটি ওয়াকফ করে তার উৎপন্ন সাদকা করতে পার। উমর (রা.) এটি গরীব, আত্মীয়-স্বজন, গোলাম আযাদ, আল্লাহর পথে, মেহমান ও মুসাফিরদের জন্য এ শর্তে সাদকা করলেন যে, আসল জমি বিক্রি করা যাবেনা, কাউকে দান করা যাবেনা, কেউ এর উত্তরাধিকারীও হবেনা। তবে যে এর মুতাওয়াল্লী হবে তার জন্য তা থেকে সংগত পরিমাণ খেতে বা বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়ানোতে কোন দোষ নেই। তবে এথেকে সঞ্চয় করবে না।[৪৪] এভাবে আল্লাহর রাসূল (সা.) ও লিখিতভাবে সম্পদের সুরক্ষার বিষয়টি সুস্পষ্ট নির্দেশনা বর্ণনা করেন।

৯.৫ সাক্ষী রাখার মাধ্যমে সম্পদের সুরক্ষা

পার্থিব জীবনে মানুষের বিভিন্ন লেনদেন ও যৌথ ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হয়। সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে যাতে কোন ঝগড়া-বিবাদ ও অস্বীকৃতি-অমান্য না হয় এজন্য ইসলামে স্বাক্ষী রাখার মাধ্যমে সম্পদের সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন,

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

"অর্থাৎ (বিশ্বাসীগণ যখন পরস্পর ঋণে-ব্যবসা করবে) তোমাদের পছন্দমত দু'জন পুরুষকে সাক্ষী রাখবে, আর যদি দু'জন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোককে (সাক্ষী করবে), স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করলে তাদের অপরজন স্মরণ করে দিবে। আর যখন সাক্ষীগণকে ডাকা হবে তখন যেন তারা অস্বীকার না করে।"[৪৫]

এভাবে আল্লাহ তা'আলা সাক্ষী রাখার মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ করাতে ও লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাতে এবং পরবর্তী ঝগড়া-বিবাদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য সাক্ষী রাখার নিদের্শনা প্রদান করেছেন।

৯.৬ বন্ধক (Mortgage) এর মাধ্যমে সম্পদের সুরক্ষা

ইসলামী শরী'আতে সম্পদ সুরক্ষার যতগুলো মাধ্যম রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি মধ্যেম হলো বন্ধক রাখার মাধ্যমে সম্পদের সুরক্ষা। আরবীতে এটি 'রাহ্ন' (رهن) ও ইংরেজিতে 'মর্টগেজ' (Mortgage) বলে। বন্ধক রাখার মাধ্যমে সম্পদের সুরক্ষার বিষয়টি আল-কুরআনে উল্লিখিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও তবে হস্তান্তরকৃত (সম্পদ) বন্ধক রাখবে। তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করলে, যাকে, বিশ্বাস করা হয়, সে যেন আমানত প্রত্যর্পন করে এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে।"[৪৬]

এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে আয়েশা (রা.) হাদীস বর্ণনা করেন,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

অর্থাৎ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর স্বীয় লৌহবর্মটি এক ইয়াহুদির কাছে বন্ধক রেখে কিছু খাদ্য-দ্রব্য ক্রয় করেছিলেন।[৪৭]

এভাবে ইসলামী শরী'আতে নিজের সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করণে প্রয়োজনের তাগিদে সম্পদকে বন্ধক রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। যাতে বন্ধকদাতা ও গ্রহীতার মাঝে কোন ধরণের ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি না হয় এবং যাতে মানুষকে সুদের সাথে জড়িত হতে না হয়। কেননা ইসলামী শরী'আতে সুদকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যদিকে ব্যবসা ও ঋণের পথকে উন্মুক্ত করা হয়েছে। তাই ঋণের মাধ্যমকে সহজযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য সম্পদের বন্ধক রাখাকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

৯.৭ সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে সম্পদের সুরক্ষা

মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে সামাজিক কিছু দায়িত্ব রয়েছে। আর সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে অন্যতম একটি দায়িত্ব হলো সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। এতিম ও অসহায়দের সম্পদ রক্ষার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

"নিশ্চয় যারা পিতৃহীনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে, তারা জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।"[৪৮]

এভাবে আল্লাহ তা'আলা এতিমদের সম্পদ ভক্ষণ না করে তাদের সম্পদ সুরক্ষার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও নির্বোধদের হাতে সম্পদ ধ্বংস হওয়ার আশংকা থাকায় তা যথাযথ সুরক্ষার জন্য তাদের হাতে সম্পদ হস্তান্তর না করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

"আর তোমাদের সম্পদ যা আল্লাহ তোমাদের উপজীবিকা করেছেন, তা তোমরা নির্বোধের হাতে দিওনা। তা হতে তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করবে এবং তাদের সাথে মিষ্ট কথা বলবে।"[৪৯]

এভাবে আল্লাহ তা'আলা এতিম ও নির্বোধদের সম্পদ সুরক্ষার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন।

৯.৮ অপচয় ও বিলাসিতা পরিহার করার মাধ্যমে সম্পদের সুরক্ষা

ইসলামে সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃপণতা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি প্রাচুর্যের আধিক্যের কারণে সম্পদের অপচয় করাও নিষিদ্ধ। ইসলামে সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা বা মধ্যমপন্থাকে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

"তুমি ব্যয়ের ক্ষেত্রে একেবারে বদ্ধমুষ্টি হয়োনা যে, তিরস্কৃত হবে এবং একেবারে মুক্ত হস্তও হয়োনা যে, তুমি নিঃস্ব হয়ে বসবে।"[৫০]

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ (সা.) এ সম্পর্কে বলেন, যে ব্যক্তি পরিমিত ব্যয় করে, সে নিঃস্ব হয় না।"[৫১] এছাড়াও রাসূল (সা.) বলেন, كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ ، وَلاَ مَخِيلَةٍ. "তোমরা খাও, পান করো, পরিধান করো এবং দান করো, তবে অপচয় ও অহংকার পরিহার কর।"[৫২] এভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পদের অপচয়রোধ ও সম্পদের সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

৯.৯ পরকালীন জবাবদিহিতার জন্য সম্পদের সুরক্ষা

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সম্পদ দিয়েছেন আমানত স্বরূপ। তাই আল্লাহর দেয়া এই নি'আমতের যথাযথ হিসাব তিনি গ্রহণ করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ "অতঃপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"[৫৩]

এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (সা.) মানুষেকে দেয়া সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে সম্পদের সুরক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "কিছু লোক আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ অন্যায়ভাবে খরচ করে। কিয়ামতের দিন তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত।"[৫৪]

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন, তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল, আর তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। এভাবে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেন। তাই মহান আল্লাহর কাছে জবাদিহিতার জন্য সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে সকলের দায়িত্বশীল আচরণ প্রত্যাশিত।

৯.১০ রাষ্ট্রীয় আইন ও শাস্তির বিধান প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পদের সুরক্ষা

সম্পদ সুরক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে রাষ্ট্রীয় আইন ও শাস্তির বিধান প্রয়োগ করার মাধ্যমে সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা

অন্যতম একটি মাধ্যম। এই মাধ্যমে জনগণের সম্পদ ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ সুরক্ষা লাভ করে। নিম্নে রাষ্ট্রীয় আইন ও শাস্তির বিধান প্রয়োগ করার মাধ্যমে সম্পদ সুরক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

৯.১০.১ চুরির শাস্তি বিধান প্রয়োগঃ পৃথিবীতে কোন অপরাধের জন্য মানুষ কী শাস্তি পাবে এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (সা.) সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছেন। কেউ যদি চুরি করে এবং জনগণ বা রাষ্ট্রের সম্পদ আত্মসাৎ করে তাহলে ইসলামী শরী'আতে চোরের হাত কেটে দেওয়ার বিধান করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"পুরুষ চোর হোক কিংবা নারী চোর হোক তারা চুরি করলে তাদের হাত কেটে দাও। এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড, বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"[৫৫]

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) হাদীস বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ (সা.) ঢাল চুরির ক্ষেত্রে হাত কর্তন করেছেন, যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম।"[৫৬] ইসলামী শরী'আতে এভাবে চোরের শাস্তি বিধান প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে।

৯.১০.২ ডাকাতির শাস্তি বিধান প্রয়োগঃ রাষ্ট্রীয়ভাবে ডাকাতির বিধান প্রয়োগ করার মাধ্যমে সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়। আল্লাহ তা'আলা ডাকাতির শাস্তির বিধান এভাবে উল্লেখ করেন,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে তাদের শাস্তি হলো, তাদের হত্যা করা হবে বা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে বা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে বা তাদের দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে, পৃথিবীতে এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।"[৫৭]

এভাবে মহান আল্লাহ তা'আলা ডাকাতির শাস্তি বিধান নিশ্চিত করে মানুষের সম্পদের সুরক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছেন।

৯.১০.৩ সরকারি সম্পদ ও জনগণের সম্পদ আহরণ করা ও বিনষ্ট করা সম্পূর্ণ হারামঃ ইসলামী শরী'আতে সম্পদ হালাল পন্থায় উপার্জন করার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু মানুষ শয়তানের মদদে হারাম বা নিষিদ্ধ পন্থায় সম্পদ আহরণের চেষ্টা করে। তাই আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (সা.) এ ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করোনা এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দাংশ জেনে শুনে আন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে উহা বিচারকগণের নিকট পেশ করিও না।"[৫৮]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

"আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি পরিশোধের নিয়তে কারো সম্পদ গ্রহণ করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার পক্ষ থেকে পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন, আর যদি ধ্বংস বা নষ্ট করার নিয়তে কেউ কারো সম্পদ গ্রহণ করে থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলাও তাকে ধ্বংস করে দেন।"[৫৯]

এছাড়াও যদি কেউ কারো কোন কিছু অপহরণ বা জবরদখল করে, তার উপর তা ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। আর যদি কেউ কোন কিছু ধ্বংস করে তাহলে তার পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ দেয়া আবশ্যক। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

"পবিত্র মাস পবিত্র মাসের বিনিময়ে। যার পবিত্রতা অলঙ্ঘনীয় তার অবমাননা সকলের জন্য সমান। সুতরাং যে কেহ তোমাদেরকে আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ অবশ্যই মুত্তাকিদের সঙ্গে থাকেন।"[৬০]

উক্ত আয়াতের তাৎপর্য এই যে, কেউ যদি কোন সম্পদ অপহরণ বা জবরদখল করে, তাহলে তাকে হুবহু ঐ শ্রেণির সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া আবশ্যক, কেননা গুণে ও মানে কিছু ঘাটতি হলেও তা মূল্যের চেয়ে বেশি নিকটবর্তী। এভাবে ইসলামী শরী'আতে বিভিন্ন নিয়ম-নীতি ও কলা-কৌশল প্রয়োগ করে সম্পদ সুরক্ষার বিধান নিশ্চিত করা হয়েছে।

১০. উপসংহার

ধন-সম্পদ মানুষের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সম্পদ কম হোক বা বেশি হোক ইসলামী শরী'আতে ইহার সঠিক ব্যবহার ও যথাযথ সুরক্ষা পদ্ধতি নিশ্চিত করা হয়েছে। ইসলামে সম্পদ সুরক্ষায় বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। যেমন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য পালনে সম্পদের সুরক্ষা, প্রতিনিধি বা দায়িত্বশীল হিসেবে সম্পদের সুরক্ষা, উত্তরাধিকারী প্রদানের মাধ্যমে সম্পদের সুরক্ষা, হিসাব সংরক্ষণ বা লেখনির মাধ্যমে সম্পদের সুরক্ষা, সাক্ষী রাখার মাধ্যমে সম্পদের সুরক্ষা, বন্ধকের মাধ্যমে সম্পদের সুরক্ষা, সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে সম্পদের সুরক্ষা, পরকালীন জবাবদিহিতার জন্য সম্পদের সুরক্ষা, রাষ্ট্রীয় আইন ও শাস্তির বিধান প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পদের সুরক্ষা। সুন্দর পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে যাবতীয় সম্পদের ব্যবহার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা সম্পদ অপচয়কারী বা বিনষ্ট কারীদের শয়তানের বন্ধু হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাই আমাদের প্রত্যেকের নিজের সম্পদের প্রতি যত্নবান হওয়া, নিজের আসবাবপত্রের দেখাশুনা করা এবং নিজের দায়িত্বে থাকা সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা আবশ্যকীয় কর্তব্য।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

[১] আল-কুরআন, ২৫: ৬৭

[২] সম্পাদনা পরিষদ, *আরবী বাংলা অভিধান*, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ২০০৬), পৃ. ৬৪৯

[৩] আল-কুরআন, ৮৯: ২০

[৪] আবু তাহের মেসবাহ, *আল-মানার আধুনিক বাংলা-আরবী অভিধান* (ঢাকা: মোহাম্মদ লাইব্রেরী, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ৮৪৬

[৫] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক বাংলা-ইংরেজি-আরবী অভিধান* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ১০২৭

[৬] মুহাম্মদ রাওয়াস কাল আজী, *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা* (দারুন নাফায়েস লিততবা আতি ওয়ান নাশরি ওয়াত তাওযী'ই, ২য় সংস্করণ, ১৪০৮ হি.), পৃ. ৩৯৬

[৭] ড. মো: আবুল কালাম আজাদ, *ইসলামী অর্থনীতির আলোকে আয় ও সম্পদ বন্টন ব্যবস্থা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৬৪

[৮] *তদেব*

[৯] *তদেব*

[১০] ইবন মানযূর আল-ইফরীকী, *লিসানুল আরাব*, ১১শ খণ্ড (বৈরুত: দারু সাদির, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৪ হি.), পৃ. ৬৩৫

[১১] মানসুর ইবন ইউনুস আল-হাম্বালী, *শারহে মুনতাহাল ইদারাহ*, ২য় খণ্ড, (রিয়াদ: আ'লামুল কুতুব, ১৪১৪ হি.), পৃ. ০৭

[১২] মুহাম্মদ ইবন আব্দিল্লাহ ইবনুল আরবী, *আহকামুল কুরআন*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪২৪ হি.), পৃ. ১০৭

[১৩] *ইসলামী অর্থনীতির আলোকে আয় ও সম্পদ বন্টন ব্যবস্থা*, পৃ. ৬৪

[১৪] মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *ইসলামের অর্থনীতি* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ৬৪

[১৫] متقوم শব্দটি বাবে تفعل থেকে ইসমে ফায়েলের একবচনের সীগাহ। যার শাব্দিক অর্থ সঠিক, সোজা বক্রহীন ইত্যাদি। এখানে সম্পদের ব্যবহারের বৈধতা অর্থে নেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে এর বিপরীত অর্থে غير متقوم শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

[১৬] *আল-মাউসু 'আতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়িতিয়্যাহ*, ৩৬শ খণ্ড, পৃ. ৩৫

[১৭] *ইসলামী অর্থনীতির আলোকে আয় ও সম্পদ বন্টন ব্যবস্থা*, পৃ. ৭৩

[১৮] *তদেব*, পৃ. ৭৪

[১৯] আল-কুরআন, ১: ১

[২০] আল-কুরআন, ২০: ৬

[২১] আল-কুরআন, ০২: ২৯

[২২] http://sattacademy.com, তারিখ: ২৪.০৮.২০২৪

[২৩] আল-কুরআন, ১৭: ২৬-২৭

[২৪] মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *আস-সুনান* (লেবানন: দারুল মামুন লিত তুরাছ, ১৯৮০ খ্রি.), হাদীস নং-২৪১৬

[২৫] আল-কুরআন, সরা ইউসুফ, ১২: ৪৭-৪৯

[২৬] আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, ৭ম খণ্ড (দেওবন্দ: ইসলামী কুতুবখানা, ১৯৮৫ খ্রি.), হাদীস নং ৫৩৫, পৃ. ৬৩

[২৭] *সহীহুল বুখারী*, ২য় খণ্ড, হাদ্দীস নং ১২৯৫, পৃ. ৮১

[২৮] আল-কুরআন, ৭: ৩১
[২৯] আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী, আস-*সহীহ* (দেওবন্দঃ ইসলামী কুতুবখানা, ১৯৮৬ খ্রি.), হাদীস নং-১৬২৫
[৩০] আল-কুরআন, ২৮: ৮১
[৩১] আহমাদ ইব্ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ* (বৈরূতঃ দারুল ফিক্‌র, ১৯৯৯ খ্রি.), হাদীস নং-৭৯২১
[৩২] *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং- ১৪৭৭
[৩৩] আল-কুরআন, ২:৩০
[৩৪] আল-কুরআন, ২: ২০৫
[৩৫] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং-১১২৫
[৩৬] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং-২৫৭
[৩৭] আল-কুরআন, ২৩: ৮
[৩৮] *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং- ২৫৫৪
[৩৯] *ইসলামী অর্থনীতির আলোকে আয় ও সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থা*, পৃ. ১৯৮
[৪০] আল-কুরআন, ৪: ৭
[৪১] *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং ২৫৫৫ ।
[৪২] আল-কুরআন, ২:২৮২
[৪৩] আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াজিদ ইবন মাজাহ আল-কাযভিনী, আস-*সুনান* (দেওবন্দঃ আশরাফী বুক ডিপো, ১৯৮৫ খ্রি.), হাদীস নং ২২৫১
[৪৪] *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং ২৫৮৩
[৪৫] আল-কুরআন, ২: ২৮২
[৪৬] আল-কুরআন, ২: ২৮৩
[৪৭] *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং ২৫০৯
[৪৮] আল-কুরআন, ৪: ১০
[৪৯] আল-কুরআন, ৪: ৫
[৫০] আল-কুরআন, ১৭:২৯
[৫১] *মুসনাদে আহমাদ*, ৭ম খণ্ড, হাদীস নং ৩০৩
[৫২] *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং ৫৩৬৭
[৫৩] আল-কুরআন, ১০২: ৮
[৫৪] *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং ২৮৯৮
[৫৫] আল-কুরআন, ৫: ৩৮
[৫৬] *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং-৬৩৩৯
[৫৭] আল-কুরআন, ৫: ৩৩
[৫৮] আল-কুরআন, ২: ১৮৮
[৫৯] *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং-২৩৮৭
[৬০] আল-কুরআন, ২: ১৯৪